বাংলাদেশ দূতাবাস
দি হেগ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের তৈরী পোশাক খাতের অগ্রগতিতে ডাচ ব্যবসায়ীদের সন্তোষ প্রকাশ

২২ অক্টোবর ২০১৯, দি হেগঃ নেদারল্যান্ডের দি হেগস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত "Journey to Apparel Sustainability: Progress of Bangladesh and the Road Ahead" শীর্ষক আলোচনা সভায় নেদারল্যান্ডসসহ ইউরোপের বিভিন্ন ব্রান্ড ও সংগঠনের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সর্বশেষ অবস্থাসহ কিভাবে ইউরোপে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের গুণগত মান উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণ করা যায় তার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় বাংলাদেশের তৈরী পোশাক খাতের Sustainability তথা টেকসই পোশাক শিল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য মতামত প্রকাশ করা হয়।

নেদারল্যান্ডসের সংগঠন সিবিআই-CBI (উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমদানী প্রবৃদ্ধিতে সহায়তাকারী ডাচ প্রতিষ্ঠান) এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হুগো ভারহোভেন, নেদারল্যান্ডস এন্টারপ্রাইজ এজেন্সী - RVO এর গার্মেন্টস এক্সপার্ট সের্গেই লিও, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপারেল ফেডারেশন এর প্রেসিডেন্ট হ্যান বেক্কে, মডিন্ট-MODINT (পোশাক এবং ফ্যাশন সামগ্রী প্রস্তুতকারী, আমদানীকারক ডাচ ব্যবসায়ী সংগঠন), C&A Foundation, Fair Wear Foundation, VIVO-সহ বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজ, পোশাক প্রস্তুতকারী ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদির প্রায় ৪০জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। MODINT (যা বাংলাদেশের BGMEA-এর ন্যায় নেদারল্যান্ডসে পোশাক এবং ফ্যাশন সামগ্রী প্রস্তুতকারী, আমদানীকারক এবং হোলসেলারদের একটি ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক/সংগঠন) -এর সভাপতি জনাব হেন বেক্কে সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যবসায়ী প্রতিনিধি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন Sustainable Apparel Forum- এ যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ এ্যাপারেল এক্সচেঞ্জ এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও জনাব মোস্তাফিজ উদ্দিন সভায় "Journey to Apparel Sustainability: Progress of Bangladesh and the Road Ahead" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। জনাব মোস্তাফিজ তার উপস্থাপনায় বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক খাতের অগ্রগতি এবং কিভাবে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে এই অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তা তুলে ধরেন। রানাপ্লাজা উত্তর বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে যুগান্তকারী উন্নয়নের বর্ণনা দিয়ে তিনি জানান বাংলাদেশে বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক প্লাটিনাম রেটেড তৈরী পোশাক কারখানা রয়েছে। ২৫টি বাংলাদেশী তৈরী পোশাক শিল্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের সর্বোচ্চ সনদ অর্জন করেছে। পৃথিবীর প্রথম সারির ১০টির মধ্যে ৬টি LEED (Leadership in Energy and Environment Design) সনদ অর্জনকারী পোশাক কারখানার অবস্থান বাংলাদেশে। বর্তমানে বাংলাদেশে LEED সনদ অর্জনকারী পরিবেশ-বান্ধব কারখানার সংখ্যা ৯১টি, যা সারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। এছাড়াও আরো ৫ (পাঁচ) শতাধিক তৈরী পোশাক শিল্প শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের সনদ পাবার অপেক্ষায় রয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, টেকসই অগ্রযাত্রা, কর্মপরিবেশ এবং স্বচ্ছতার বিচারে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক খাত সবচেয়ে নিরাপদ বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তৈরী পোশাক খাতে উৎপাদনমূল্য ও আমদানীমূল্যের তারতম্যকে 'প্রাইস প্যারাডক্স' হিসেবে অভিহিত করে তিনি জানান যে, বাংলাদেশ বিগত ৯ বছরে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬৩%, পক্ষান্তরে আমেরিকা এবং ইউরোপে তৈরী পোশাকের আমদানীমূল্য কমেছে যথাক্রমে ৬.৬৩% এবং ৭.৩৩%। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে উক্ত 'প্রাইস প্যারাডক্স' যথাযথভাবে মূল্যায়িত না হলে তৈরী পোশাক খাতের টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়।

স্বাগত বক্তব্যে নেদারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শেখ মুহম্মদ বেলাল বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের উন্নয়নে ডাচ ক্রেতা/ব্যবসায়ী এবং ফ্যাশন হাউজসমূহের অব্যাহত সহযোগিতা এবং এই শিল্পের অধিকতর উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ILO Global Wage Report, 2018 এর পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান যে, সারা বিশ্বে বাংলাদেশের জেন্ডার মজুরী গ্যাপ সর্বাপেক্ষা কম। তৈরী পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী নিশ্চিতকল্পে ডাচ ব্যবসায়ীদের অধিকতর ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানিয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে, ডাচ এবং ইউরোপীয়ান ক্রেতাদের কার্যকর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বাংলাদেশের তৈরী পোশাক খাতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সর্বোত্তম সমাধানে ভূমিকা রাখবে। তিনি ডাচ সরকার, ব্রান্ড কোম্পানীসমূহ এবং এনজিওদেরকে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করে এবং টেকসই সাপ্লাই চেইন স্থাপনে অবদান রাখার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রদূত বেলাল মডিন্টের গঠনমূলক এবং উদ্ভাবনী ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, বিভিন্ন ডাচ বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক, প্রযুক্তি বিনিময় এবং নতুন ধারণা, যেমন ব্লকচেইন, অটোমেশন ইত্যাদি তুলে ধরার মাধ্যমে মডিন্ট বিজিএমইএ-এর দক্ষতা বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসবে। বাংলাদেশ সরকার এই খাতের টেকসই উন্নয়ন ধরে রাখতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে মর্মেও তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া, নারীর ক্ষমতায়নে তৈরী পোশাক শিল্পের গুরুত্বপুর্ণ অবদান এবং এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন নীতি সহায়তার বিষয়ও তিনি উপস্থিতির সামনে তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত বেলাল রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে মায়ানমারকে বাধ্য করার অংশ হিসেবে সুবিধাজনক সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও ডাচ ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানান।

প্রশ্ন-উত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের পোশাক খাতের ভবিষ্যত এবং এর অধিকতর উন্নয়ন বিষয়ে নানাবিধ প্রশ্ন/মতামত ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূত বেলাল এবং জনাব মোস্তাফিজ পোশাক খাতের ধারাবাহিক টেকসই উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ইত্যাদি নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং আশ্বাস প্রদান করেন যে, তৈরী পোশাক শিল্প ও বাংলাদেশ সরকার নিজ সক্ষমতায় এই শিল্পের টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশ দূতাবাসের এধরণের আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের তৈরী পোশাক খাতের বর্তমান অবস্থা, চাহিদা এবং এর ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হয়েছেন।